শ্রীমা পিকচার্স

নিবেদিত

মানময়ী

পরিচালনাঃ সতীশ দাশগুপ্ত • সঙ্গীতঃ কমল দাশগুপ্ত

শ্রীমা পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর প্রথম নিবেদন

—মানরক্ষা—

কাহিনী :— ৺নারাণ ভট্টাচার্য্য।
চিত্রশিল্পি :— বিজয় দে!
সম্পাদনা :— রমেশ যোশী
ব্যবস্থাপনা :— গান্ধি বসু
রূপসজ্জা :— শক্তি সেন

সংগঠনে :— ত্রিপুরেশ রায়
জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র
রণেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ
অজিত সাহা

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান :— প্রণব রায়
শব্দযন্ত্রী :— ... বাণী দত্ত
শিল্পনির্দ্দেশ :— ... বিজয় বসু
রসায়নাগারাধক্ষ :— ... বিজন রায়
পটশিল্পী :— .... কবি দাশ গুপ্ত,
রবি দাশ গুপ্ত

উপদেষ্টা :— .... বিনয়েন্দ্র দেব
শচীন্দ্র দত্ত
সুধাশঙ্কর সিংহ
বীরেন্দ্র সিংহ

—পরিচালনায়—

সতীশ দাশ গুপ্ত

প্রযোজনায় :....ডেলু নাগ

সঙ্গীত :—কমল দাশ গুপ্ত

—সহকারী—

পরিচালনায় :— শিব ভট্টাচার্য্য
শৈলেন নাথ

শব্দযন্ত্রে :— ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনায় :— গোপাল সরকার
সুনীল রাম

চিত্রশিল্পে :— ঝিণ্টু দত্ত, লাল সিং
গৌর কর্ম্মকার

সম্পাদনায় :— গোবিন্দ চ্যাটার্জ্জি

রূপসজ্জায় :— ... পাঁচু দাস

—ভূমিকায়—

পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলকুমার, যমুনা সিংহ
সবিতা চ্যাটার্জ্জি, অপর্ণা দেবী, কেতকী, রাজলক্ষ্মী, হরিধন, তুলসী চক্র, নৃপতি. বেচু
ছবি ঘোষাল, প্রীতি মজুমদার. ঋষি, খগেন, আশু
ও
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা মুভিটোন ও নিউ থিয়েটার্স'এ আর, সি. এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত।

প্রচার পরিচালনায়—ক্যাপ্‌স্

মানরক্ষা

কহিনী

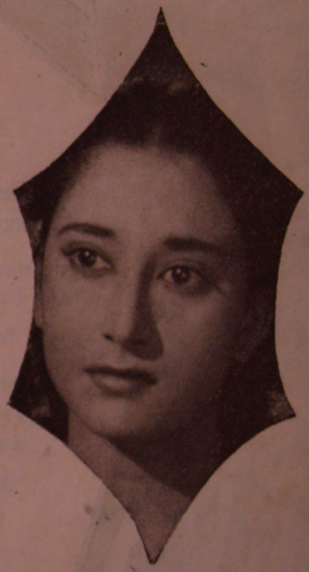

মেলাহাটির জমিদার গোবিন্দ চৌধুরী যেদিন বড় তরফের বরদা ঘোষালের সঙ্গে মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বস্‌লেন, সেদিন প্রভুভক্ত বিশ্বাসী মুহুরি মহেন্দ্র মুখুয্যে ছাড়া তাঁকে ভরসা দেবার আর কেউ ছিল না।

মহেন্দ্র বল্‌লে, মামলার ভার আমাকে দিন বাবু—শ্রীধরের কৃপায় আর আপনার আশীর্ব্বাদে মামলা আমরা জিত্‌বই।

হ'লও তাই! নতুন করে' মামলা সাজানোর ফলে প্রবল প্রতিপক্ষ বরদা ঘোষাল হেরে গেল। হল ধর্ম্মের জয়।

কিন্তু এই মামলা-জয়ের পিছনে মহেন্দ্রের যে কী অমানুষিক পরিশ্রম ছিল— মহালে মহালে ঘুরে কত কষ্টে তাকে টাকার জোগাড় করতে হয়েছিল, সে কথা গোবিন্দ চৌধুরী ছাড়া আর কেউ জান্‌ল না!

প্রভুর আদেশে বারো টাকার মুহুরিকে একশত টাকার নায়েবিপদ গ্রহণ করতে হ'ল।

ওদিকে বরদা ঘোষাল গোপনে নতুন চক্রান্ত করলে।

লাটের কিস্তির টাকা জমা দেবার সময় হয়েছে। শেষরাত্রে মহেন্দ্র টাকার পুঁটলি নিয়ে গাড়ী করে' কালেক্‌টারীতে রওনা হ'ল। কিন্তু শেষ রাত্রের অন্ধকারে ডাকাতে লুট করে' নিলে কিস্তির টাকা।

গোবিন্দ চৌধুরী জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর জমিদারী নীলামে উঠেছে!

কিন্তু এবারেও মানরক্ষা করল মহেন্দ্র। আহত অবস্থাতেও সে নতুন করে' টাকার জোগাড় করল, এমন কি স্ত্রীর গায়ের গহনা পর্য্যন্ত বেচে দিয়ে, কিস্তির টাকা শেষ মুহূর্ত্তে জমা দিয়ে এল।

নিস্ফল আক্রোশে বরদা ঘোষাল বিষদাঁত-ভাঙ্গা কেউটের মতো নিজের মনেই গর্জ্জাতে লাগ্‌ল।

আর গোবিন্দ চৌধুরী? সেইদিনই তিনি মহেন্দ্রের মেয়ে নির্ম্মলাকে আশীর্ব্বাদ করে' এলেন একমাত্র পুত্র যোগেশের পুত্রবধূ হিসেবে। মহেন্দ্র হাতে যেন স্বর্গ পেল।

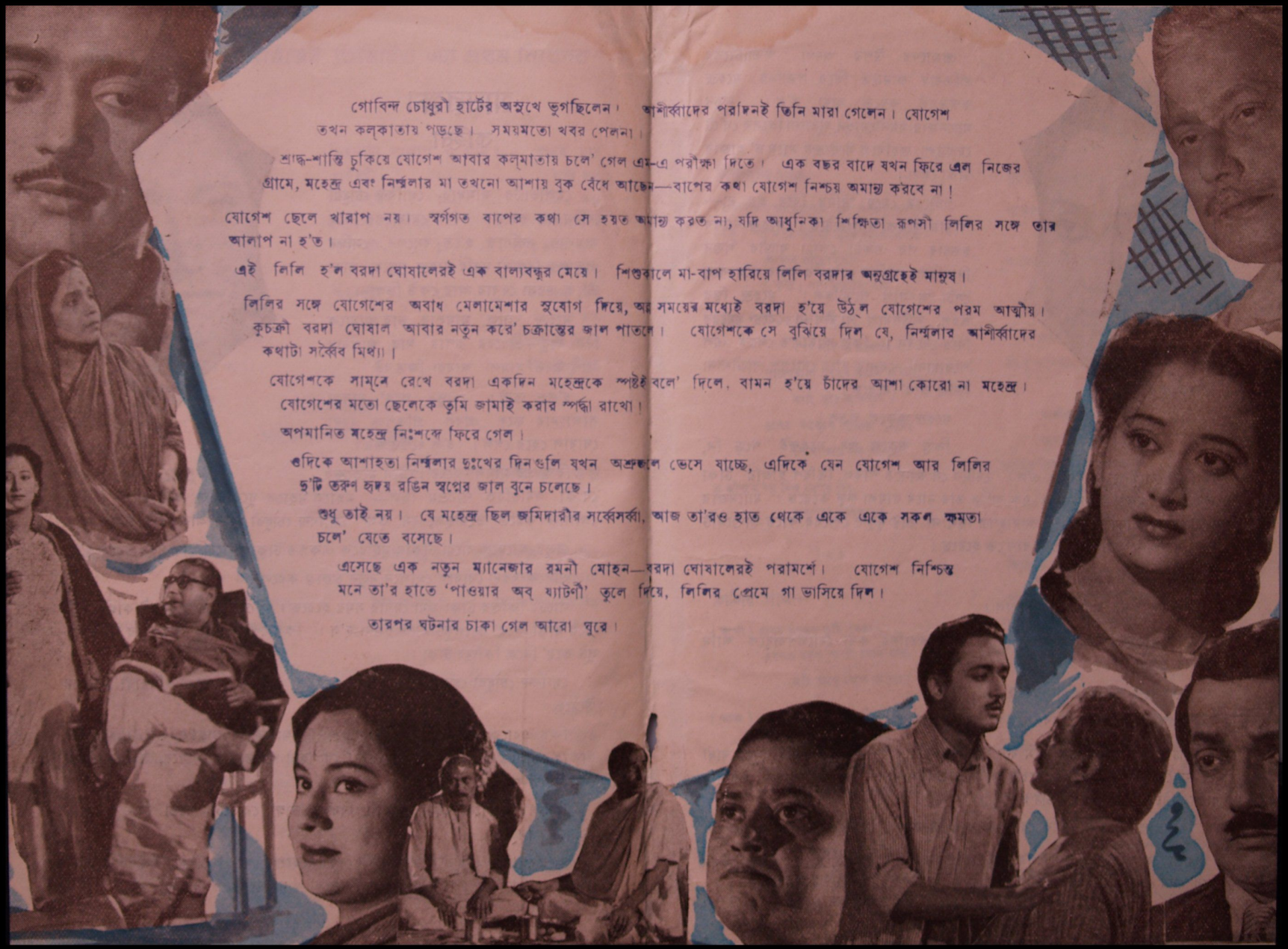

গোবিন্দ চৌধুরী হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। আশীর্ব্বাদের পরদিনই তিনি মারা গেলেন। যোগেশ তখন কল্‌কাতায় পড়ছে। সময়মতো খবর পেলনা।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে যোগেশ আবার কল্‌মাতায় চলে' গেল এম্‌-এ পরীক্ষা দিতে। এক বছর বাদে যখন ফিরে এল নিজের গ্রামে, মহেন্দ্র এবং নির্ম্মলার মা তখনো আশায় বুক বেঁধে আছেন—বাপের কথা যোগেশ নিশ্চয় অমান্য করবে না!

যোগেশ ছেলে খারাপ নয়। স্বর্গগত বাপের কথা সে হয়ত অমান্য করত না, যদি আধুনিকা শিক্ষিতা রূপসী লিলির সঙ্গে তার আলাপ না হ'ত।

এই লিলি হ'ল বরদা ঘোষালেরই এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। শিশুকালে মা-বাপ হারিয়ে লিলি বরদার অনুগ্রহেই মানুষ।

লিলির সঙ্গে যোগেশের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, অল্প সময়ের মধ্যেই বরদা হ'য়ে উঠ্‌ল যোগেশের পরম আত্মীয়। কুচক্রী বরদা ঘোষাল আবার নতুন করে' চক্রান্তের জাল পাতলে। যোগেশকে সে বুঝিয়ে দিল যে, নির্ম্মলার আশীর্ব্বাদের কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

যোগেশকে সাম্‌নে রেখে বরদা একদিন মহেন্দ্রকে স্পষ্টই বলে' দিলে, বামন হ'য়ে চাঁদের আশা কোরো না মহেন্দ্র। যোগেশের মতো ছেলেকে তুমি জামাই করার স্পর্দ্ধা রাখো!

অপমানিত মহেন্দ্র নিঃশব্দে ফিরে গেল।

ওদিকে আশাহতা নির্ম্মলার দুঃখের দিনগুলি যখন অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে, এদিকে যেন যোগেশ আর লিলির দু'টি তরুণ হৃদয় রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে।

শুধু তাই নয়। যে মহেন্দ্র ছিল জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা, আজ তা'রও হাত থেকে একে একে সকল ক্ষমতা চলে' যেতে বসেছে।

এসেছে এক নতুন ম্যানেজার রমনী মোহন—বরদা ঘোষালেরই পরামর্শে। যোগেশ নিশ্চিন্ত মনে তা'র হাতে 'পাওয়ার অব্‌ য়্যাটর্ণী' তুলে দিয়ে, লিলির প্রেমে গা ভাসিয়ে দিল।

তারপর ঘটনার চাকা গেল আরো ঘুরে।

প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সত্যনিষ্ঠ মহেন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। নতুন ম্যানেজার রমনীমোহন পুরাণো হিসেব ঘেঁটে দেখালো, তহবিলে মহেন্দ্রের নামে ছ' হাজার টাকা দেনা।

গরীবের মেয়ে নিমির বিয়ে হয় না—পাড়ায় অনেক কথা রটেছে। মহেন্দ্র নায়েব হওয়ার পর একটা কোঠা বাড়ীর পত্তন দিয়েছিল, গোবিন্দ চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা অসমাপ্ত পড়ে'ছিল। মহেন্দ্র স্থির করল, অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ীখানা বেচে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু আদালত থেকে এল পরোয়ানা—দেনার দায়ে যোগেশ বাড়ীখানা ডিগ্রি করে' নিয়েছে।

মহেন্দ্র অকূলে পড়ল।

কিন্তু অকূলে শুধু মহেন্দ্রই পড়ে নি, সরলচিত্ত যোগেশকেও পড়তে হ'ল। যেদিন সে জানতে পারল, তিরিশ হাজার টাকা দেনার দায়ে মুকুন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তার নামে মামলা রুজু করেছে। ম্যানেজার রমনীমোহন সাফাই গাইল, আদায়পত্র ছিল না তাই মুকুন্দ ঘোষের কাছে হাণ্ডনোট লিখে টাকা নিয়ে জমিদারী চালু রাখতে হয়েছে।

কিন্তু কে এই মুকুন্দ ঘোষ?

আর কেউ নয়, স্বয়ং বনমালী ঘোষাল।

রুখে দাঁড়াল লিলি, বল্‌ল আপনার এই শয়তানির কথা যোগেশবাবুকে আমি জানিয়ে দেব।

বরদা বলে যোগেশ তোমার কে?

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে লিলি? যোগেশ কে শুধু তা'র মন জানে।

কুটিল হেসে বরদা বলে, তুমি যদি মুখ খোলো তবে আমিও যোগেশকে বল্‌তে বাধ্য হব যে, তোমার বাপ-মায়ের বিয়েটা আইনসঙ্গত ছিল না।—এই দেখ প্রমান—তোমার বাপের নিজের হাতে লেখা চিঠি।

লিলির পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে' যাচ্ছে!

গল্পের আকাশ যখন দুর্যোগের ঘনঘটায় এম্‌নি নিবিড় হ'য়ে এসেছে, তখন কেমন করে' মেঘ কেটে গিয়ে স্বচ্ছ আলো দেখা দিল, তার পরিচয় রূপালী পর্দ্দায় পাবেন।

সঙ্গীতাংশ

(১)

নির্ম্মলার গান—

(তোমায়) ভালোবেসে যেন করিনা অহঙ্কার,
(বঁধু) আমি যে তটিনী, তুমি মহাপারাবার।
আমার ভালোবাসায়
(কত) স্বার্থ জড়ানো হায়:
যতটুকু পাই—তারও বেশী চাই
শেষ নাই এ চাওয়ার।
ভালোবাসা সে যে কঠিন সাধনা,
নাহি তার অভিমান।
দুখের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া,
সোনা হয়ে যায় প্রাণ।
এ জীবনে বধূ দিও মোরে শুধু,
প্রণামের অধিকার।

(২)

লিলির গান—

(ওগো) প্রথম ফাগুন তুমি যেওনা,
এখনও বকুল ফোটা হয়নি সারা
এরি মাঝে যেতে চেওনা।
(আজ) গোলাপে চাঁপায় অনুরাগে
সুরভির স্বপ্ন যে জাগে
নিরালা বনের পথ- এখনি যেন—
ঝরানো পাতায় ছেওনা।
(আজ) মন মোর মাটির ধূলায়
আকাশের চাঁদ পেতে চায়
হোকনা ক্ষণিক, তবু মধুর আমার
স্বপ্নটুকু ভেঙ্গে দিও না।

(৩)

বাউলের গান—

আকাশ কুসুম চয়ন করে
তাই দিয়ে তুই গাঁথবি মালা।
ও ভোলা মন তুই কি পাগল,
সংসারে তোর একি জ্বালা।
তুই ফুল দেখেছিস ভুলের নেশায়,
কাঁটা কেন দেখলিনা হায়;
ঝড়ের মুখে বাঁধ্‌লি কেন
ভালোবাসার এ আটচালা॥
বাজীকরের বাজী যেমন,
নিরতিরও খেলা তেমন;
জানিস নাকি ও ভোলা মন—
এই জীবনটা লোকসানের পালা॥

(৪)

লিলির গান—

এই রাত শত শতবার ফিরে আসে,
শত বসন্তে চাঁদ জাগা মধুমাসে।
এ রাত জীবনে মম, যেন কুড়ায়ে পেয়েছি
একটী মুকুতা সম
কোন কল্পলোকের আবেশ জড়ানো—
অজানা ফুল সুবাসে।
জীবনের পথে যদি কোন দিন গত ফাগুনের ধূলি,
ঢেকে দেয় মোর পায়ের চিহ্নগুলি।
আলিঙ্গার স্মৃতি হায়—
যদি শুকতারা সম,
আকাশে মিলায়ে যায়—
প্রাণের গভীরে খুঁজে দেখো শুধু,
কে ছিল তোমার পাশে।

আমাদের আগামী চিত্র সম্ভার!

মালক্ষ্মী

পরিচালনা—হরিভঞ্জ
সঙ্গীত—কমল দাশগুপ্ত
ভূমিকায় :- ছবি, পাহাড়ী, ধিরাজ, মলিনা, সন্ধ্যা শিখা আরও অনেকে—

রাহুমুক্তি

পরিচালনা—মৃণাল সেন
সঙ্গীত—হেমন্ত মুখার্জ্জী
অভিনয়ে :- পাহাড়ী, অসিত, সবিতা, যমুনা, মিতা আরও অনেকে—

? ? ?

পরিবেশনায় — হিন্দ পিকচার্স • কলিকাতা ১৩

প্রচার পরিচালনায়—ক্যাপস্ঃ মুদ্রণে—জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩